দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২৯/১/৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

033

বই খাতা পরীক্ষা

বেগম মমতাজ হোসেন

প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলন

শিক্ষাক্ষেত্রে চরম হতাশার ফল হল দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়। তদানীন্তন পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশের জন্ম থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ যেভাবে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, তার প্রধান কারণ হল দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৭৮ ভাগই নিরক্ষর ও শিক্ষা বঞ্চিত। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৮৪ অর্থাৎ এই ৩৭ বছর একটি দেশ ও জাতির জীবনে কম সময় নয়—কিন্তু দীর্ঘ ৩৭ বছর পর্যন্ত আমরা শিক্ষার দিক থেকে অত্যন্ত পিছিয়ে আছি। বর্তমান তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে আমাদের কেবল একটি মাত্র স্থান আছে—অর্থাৎ জনসংখ্যার দিক থেকে প্রথম স্থান—যার পরিণতি হল অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং বেঁচে থাকা ও নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে একটা ভয়াবহ হুমকি।

একটি সুন্দর সুঠাম ও পরিপক্ব বৃক্ষ পেতে হলে চারাগাছটিকে অত্যন্ত যত্নের সাথে লালনপালন করতে হয়। তেমনি একটি শিক্ষিত জাতি পেতে হলে দেশের শিশুদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া দরকার। বয়স্ক শিক্ষা, গণশিক্ষা নিয়ে খুব মাতামাতি বা হৈ চৈ করে যে ভাল ফলাফল পাওয়া যায় না, এ সত্যটা সবাই স্বীকার করবেন। প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি এক নম্বর গুরুত্ব দিয়ে এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এই সুদীর্ঘ ৩৭ বছরে দেশের এই বিরাট জনগণ অশিক্ষার যন্ত্রণায় ভুগতো না। যদিও প্রামিক শিক্ষা নিয়ে গত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। এই পরিকল্পনা তেমন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি। যদিও প্রাথমিক শিক্ষা বিনা বেতনে চালু করা হয়েছিল তথাপি দেখা গেছে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৫৬ জন শিশু প্রাইমারী স্কুলে ভর্তিও হয়েছিল, কিন্তু পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছাবার পূর্বে এদের মধ্যে শতকরা ৬০ জনই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেছে। শেষ পর্যন্ত শতকরা ১২ জন পঞ্চম শ্রেণীর দ্বার পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছে। সরকারের পলিসি থাকা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য সফলতা আসেনি।

তবে একথাও স্বীকার করতে হবে যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বহু প্রাইমারী বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। একটি বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল বোর্ড ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে সরকার সরবরাহ করেছেন। প্রাইমারী শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় ট্রেনিং ও সুযোগ-সুবিধারও ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাইমারী লেভেলে ছাত্রছাত্রী কমে যাওয়ার কারণ কি? এই কারণ উদঘাটন করতে হলে সরেজমিনে তদন্ত ও মূল্যায়ণের প্রয়োজন রয়েছে। তবে অতি সাধারণ কারণ সহজেই চোখে ধরা পড়ে। শিক্ষকদের মূল্যবোধ ও হৃদয়ের ত্যাগদের অভাব রয়েছে। শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারেননি, তদুপর শিশুদের বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য যতটা শ্রম দেয়া দরকার, বেশীর ভাগ শিক্ষক তা দেন না। যেহেতু গ্রামাঞ্চলের দিকে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সব সময় নজর রাখতে পারেন না, সেহেতু বেশীর ভাগ শিক্ষক বিদ্যালয়ের কাজের চাইতে ব্যক্তিগত কাজকর্মের প্রতি বেশী মনোযোগী হয়ে পড়েন। মোটকথা এসব শিক্ষকদের শিক্ষকসুলভ চিন্তাধারার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। অপর দিকে অভিভাবকরাও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে তিনি উৎসাহী নন। শিক্ষাবঞ্চিত অভিভাবকগণ শিক্ষার মূল্য বোঝেন না। সংসারের অর্থাভাব ও দারিদ্র্যের কাছে শিক্ষা তুচ্ছ হয়ে যায়। একজন দরিদ্র কৃষক তার সন্তানকে বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে ক্ষেতের কাজে লাগানোটাকেই বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কারণ ক্ষুধার অন্ন যোগাড়ই এক্ষেত্রে প্রধান হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু কৃষিকাজে, মাছিচাষের কাজে অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে, এ সত্য অনুধাবন করার মত শক্তি তাদের নেই এবং থাকার কথাও নয়। সুতরাং সরকারী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কেবল সরকারের একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। তবুও সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের জন্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকেই মৌলিক ও অর্থপূর্ণ শিক্ষা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের আনাচে-কানাচে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেবার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের ছয় বছরের শিশু যাদের সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ এদের অন্তত শতকরা ৬০ ভাগকে ১৯৮৭ সনের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার মান পর্যন্ত শিক্ষা দেয়া হবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাপর্বে দেশের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার জন্য যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো স্থাপিত হয়েছে সেগুলোর শিক্ষা যেই পাঁচ বছর মেয়াদী শিক্ষার আট বছর মেয়াদীতে রূপ দেয়া সম্ভব হবে। এই পরিকল্পিত সার্বজনীন শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করতে পারলেই দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে। দেশের জনসংখ্যার এই বৃহৎ পঞ্চাশ লক্ষ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষামন্ত্রণালয় দুদিনব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলন এবং দুদিনব্যাপী ওয়ার্কশপ প্রোগ্রামের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আজ শিক্ষামন্ত্রণালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলনের উদ্বোধন।

এই সম্মেলনে সর্বস্তরের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করবেন। এই সম্মেলনে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার উপর আলোকপাত করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের পথে যে সমস্ত সমস্যা ও অন্তরায় রয়েছে সেগুলো দূর করে সরকারের শিক্ষা পরিকল্পনাকে সফল করার চেষ্টা করা হবে। মোট পাঁচ শত সদস্য এই সম্মেলনে যোগদান করবেন। দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞগণ প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকরীভাবে বাস্তবায়নের ব্যাপারে তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে মতামত ও পরামর্শ প্রদান করবেন। অংশগ্রহণকারীরা একশতজন করে পাঁচটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে কার্যকরী পরিকল্পনা প্রস্তুত করে বিশেষ ধরনের রিপোর্ট প্রদান করবেন। প্রত্যেক গ্রুপের রিপোর্ট ও পরামর্শসমূহ সম্মিলিতভাবে আলোচিত হবে। এই অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করবেন ও অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতা করবেন।

এ ধরনের কার্যকরী সম্মেলনের এই প্রথম উদ্যোগ। এই উদ্যোগ অত্যন্ত বাস্তব ও সময়োপযোগী। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সরকারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন একা সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে কি?

দেশের পঞ্চাশ লক্ষ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করাতে হলে দেশের সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের যেকোন কাজ সরকার এখনোই একা সম্পাদন করতে পারেন না। দেশের জনগণের সহযোগিতায় যেকোন কঠিন কাজ সম্পাদন করা সম্ভব। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ বাংলাদেশের ইতিহাসে রয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসেছিল বলে মাত্র নয় মাসে একটি শক্তিশালী শক্তির পতন ঘটল এবং স্বাধীন বাংলার জন্ম হল।

দীর্ঘদিন ধরেই গোটা বাংলাদেশ নিরক্ষরতা ও অজ্ঞানতার কবল। নিরক্ষরতা আরো একটি ভয়াবহ শক্তি—এই শক্তির কবল থেকে মুক্তি পেতে হলে দেশের সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের মত অভিযান চালাতে হবে।

অবশ্য একটি সহজ প্রশ্ন সবার মনে জাগবে। কারণ যে দেশের জনসাধারণের বৃহৎ অংশই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত তারা কি করে সহযোগিতা করতে পারবেন? ইচ্ছে ও উদ্যম থাকলে যেকোন কঠিন পরিকল্পনাকে সফল করা যায়। এদেশের শিক্ষিত জনগণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

আমাদের দেশের সবচাইতে বড় সমস্যা হল শিক্ষিত জনগণ শহরমুখী। এই শহরে বাস করার প্রবণতাই শিক্ষা বিস্তারের একটি বিরাট অন্তরায়। গ্রামের অভিভাবকদের দৈনন্দিন জীবনে শিক্ষার গুরুত্বকে বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব শিক্ষিতজনের। সরকার আইন করে কখনো জনগণের মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে পারবেন না। শিক্ষিত জনগণকেও নিজেরা

(৩-এর কঃ দ্রঃ)